ইত্তেফাক

তারিখ ৮।৩।৮১ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ

অবশেষে সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী মানিয়া লইতেই হইল; বাতিল করিতে হইল গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী জারিকৃত প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৮১। নূতন অধ্যাদেশ জারি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীসমূহকে সংযোজিত করিতে হইল। ইহার ফলে অবসান ঘটিল সুদীর্ঘ একাত্তর দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের। শত প্রচারণা, প্রতারণা আর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া দেশের প্রাথমিক শিক্ষকরা যে বিরামহীন সংগ্রামের সূচনা করিয়াছিলেন উহা সফল হইয়াছে। আগামীকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বন্ধ তালা আবার খুলিবে আর যুদ্ধজয়ী বীরের বেশে প্রাথমিক শিক্ষকরা সেখানে প্রবেশ করিবেন। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ের জন্য এবং ধর্মঘটের দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারের পক্ষ হইতে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওয়া হইবে না, তাঁহাদের ধর্মঘট চলাকালীন সময়ের বেতন ও ভাতা পুরাপুরি দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদের চাকুরীর ধারাবাহিকতাও ক্ষুণ্ণ হইবে না—সরকার ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দের এই চুক্তির পর প্রাথমিক শিককরা নিশ্চিন্ত মনেই আবার আপন আপন কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিবেন। আমরা তাঁহাদের জয়লাভে আনন্দিত—তাঁহাদের নির্ভীক সংগ্রামী চেতনাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমরা ধন্যবাদ জানাই সরকারী দলের সেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দকে যাঁহারা সরকারের বাস্তববর্জিত পদক্ষেপসমূহকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীসমূহ মানিয়া লইবার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। আমরা সন্তোষ প্রকাশ করি এইজন্য যে, প্রশাসন বিলম্বে হইলেও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। গত পঁচিশে ফেব্রুয়ারীর পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা এই অনুরোধটিই করিয়াছিলাম। আমরা এই কথাই বলিয়াছিলাম যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটজনিত সমস্যার নিষ্পত্তি করার জন্য 'এত কিছুর কোন প্রয়োজনই ছিল না। কোন প্রয়োজন ছিল না অনশন ধর্মঘটের, কোন প্রয়োজনই ছিল না এত বিরাট আন্দোলনের, কোন প্রয়োজন ছিল না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পোর্টফোলিওধারী প্রধানমন্ত্রীর বারংবার আবেদন-নিবেদনের।' আমরা বলিয়াছিলাম: 'কথায় ও কাজে ফাঁক রাখিয়া সমস্যার সমাধান করা যায় না, এই সত্যটি যদি ক্ষমতাসীন মহল অনুধাবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এত তুলকালাম কাণ্ড বাধিত না।' আমরা পঁচিশে ফেব্রুয়ারীর সেই সম্পাদকীয় স্তম্ভে সমগ্র ঘটনার জন্য সরকারের আচরণকে দায়ী করিয়া বলিয়াছিলাম: 'সরকার যখন বিভিন্ন সময় পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিতেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী এবং সেই মর্যাদাই তাঁহারা ভোগ করিবেন, তখন প্রাথমিক শিক্ষক অধ্যাদেশে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাহা যখন হয় নাই তখন সরকারী সদিচ্ছা থাকিলে সমস্যাকে জটিল হইতে জটিলতর হইবার অবকাশ না দিয়া অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হইতেছে না কেন?' আমাদের এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হইয়াছে এবং ইহার তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের অবসানও ঘটিয়াছে। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় সমস্যা সমাধানের সকল দায়িত্ব সরকারের হাতেই ছিল। একশ্রেণীর জীব আছে যাহারা পানি পান করে ঠিকই, তবে একটু ঘোলা করিয়া পান করে। আমরা সর্বক্ষেত্রে এই শ্রেণীর জীবের প্রাধান্যই লক্ষ্য করিতেছি। ইহার ফলে অহেতুক জটিলতা, অকারণ দীর্ঘসূত্রতা এক নূতন সমস্যা হিসাবে দেখা গিয়াছে। এই প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনকে লইয়া প্রশাসনের যে কূটচাল আমরা দেখিলাম ইহাতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সরকারের এখন আর সরকার চালাইবার সময় নাই। দলভাঙ্গা, খালকাটা, অমুক ফ্রন্ট কিংবা যুবকমপ্লেক্স-এর নামে এক আণ্ডারগ্রাউণ্ড গেষ্টাপো বাহিনী তৈরী করা, ট্রেড ইউনিয়ন দখল করা ইত্যাদি কাজে সরকার এখন এত ব্যস্ত যে, সরকার চালানোর ফুরসৎ কিছুতেই মিলিতেছে না। ফলে আমরা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছি। যাহা হউক তবু ভাগ্যের ব্যাপার যে, সরকারী দলে এমন কিছু লোক এখনও আছেন যাঁহারা সুস্থ চিন্তা ও মঙ্গলভাবনার ক্ষীণ ধারাটি জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। নহিলে আমরা কোথায় পড়িতাম কে জানে?